সমকাল

তারিখ 09 OCT 2013
পৃ ৪ কলাম ৮

মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ

ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভীষিকা!

চট্টগ্রামের লালখান বাজার এলাকায় অবস্থিত 'জামেয়াতুল উলুম আল ইসলামিয়া' মাদ্রাসায় সোমবারের বিস্ফোরণ এবং সেখান থেকে হ্যান্ড গ্রেনেড, বোমা তৈরির সরঞ্জাম ও এপিড উদ্ধার কেবল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। গত কয়েক বছর ধরেই আমরা গভীর শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, কোনো কোনো মাদ্রাসাকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীগুলো তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার মুখে কয়েক বছর খানিকটা আড়ালে থাকলেও গত কিছুদিন ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে-বেনামে তাদের পুনর্গঠিত হওয়া ও তৎপরতা চালানোর খবর সংবাদমাধ্যমে আসছে। ইতিমধ্যে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম নামে একটি জঙ্গি সংগঠনের কিলিং মিশনের সদস্য ও তাদের খলনেতা আটক হয়েছে। তাদের স্বীকারোক্তিতেই স্পষ্ট যে, ধর্মের নামে মানবতার বিরোধী এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠী দেশকে আফগানিস্তান বা পাকিস্তানের মতো বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে ঠেলে দিতে চায়। রোববার রাতেও ঢাকার আওলিয়া থেকে বিপুল গুলি ও বিস্ফোরকসহ আটক হয়েছে 'তামিরুত-আদ-দ্বীন' নামে নতুন করে সংগঠিত হওয়া হুজির চার সদস্য। লালখান বাজারের বহুল আলোচিত এই মাদ্রাসায় খুব সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত উন্মোচিত বিস্ফোরক রহস্যের সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠীর যোগসূত্র কতখানি, খতিয়ে দেখা জরুরি। মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ ও তার পুত্র যদিও প্রথমে দাবি করেছিলেন যে, আইপিএস বিস্ফোরণ ঘটেছে। পুলিশি তল্লাশিতে প্রমাণ হয়েছে যে, সেখানে 'বিস্ফোরকের বড় ধরনের মজুদ' ছিল। এর হোতারা যেন ছাড় না পায় সে জন্য কড়া সতর্কতা জরুরি। বস্তুত বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, সরকারের শেষ মেয়াদে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিতে পারে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতার এই দেশকে সমাজবিরোধী এসব গোষ্ঠী যেন তাদের সন্ত্রাসবাদের চারণভূমিতে পরিণত করতে না পারে, সেদিকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাই আমরা। লালখান বাজারের মাদ্রাসাটিতে বিস্ফোরকের মজুদ থাকার মধ্য দিয়ে একই আদর্শে লালিত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সন্ত্রাসীদের ঘাপটি মেরে থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আমরা মনে করি, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উচিত হচ্ছে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতার দোহাই না মেনে রাষ্ট্রীয় ও নাগরিক নিরাপত্তার স্বার্থেই জোর তল্লাশি চালানো ও নজরদারি বাড়ানো। মুসলিম প্রধান এই দেশে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই রয়েছে; কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠানগুলো যেন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জিঘাংসা চরিতার্থে ব্যবহৃত না হয়, খোদ আলেম-ওলেমাদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। রক্তপাত ও প্রাণহানির মধ্য দিয়ে যারা 'আদর্শ' প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা কারোরই বন্ধু হতে পারে না। জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসার বিস্ফোরণে আহত একজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা আরেকবার প্রমাণ হলো। নিরাপত্তার পাশাপাশি মাদ্রাসাটিতে বিস্ফোরণের রাজনৈতিক তাৎপর্যও বিবেচ্য। এর অধ্যক্ষ ও পরিচালক মুফতি ইজহারুল ইসলাম একটি রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি। আলোচিত-সমালোচিত হেফাজতে ইসলামীরও তিনি নায়েবে আমির। তার মাদ্রাসা থেকেই পরিচালিত হয় 'অরাজনৈতিক' লক্ষ্য নিয়ে গঠিত অথচ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৎপর এই সংগঠনটির চট্টগ্রাম মহানগর কার্যক্রম। গত মে মাসে ঢাকায় সংগঠনটির সমাবেশ থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য ও সহিংস কার্যকলাপ- দুটিই প্রত্যক্ষ করা গেছে। লালখানের মাদ্রাসায় বিস্ফোরণ ও গ্রেনেড উদ্ধার কি সংগঠনটির জঙ্গিবাদী সম্প্রসারণের লক্ষণ? এই অঘটনের কার্যকর ও সম্প্রসারিত তদন্তই পারে জবাব দিতে।